RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - M.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - 4.1; Group - B.
Teacher - Sri Partha Pratim Bhowmik.

Different forms of Karnatik Music.

১০) **তায়ম** : ..... Continued.....

ছেন্দা বাদনে সহযোগী বাদ্যরূপে বাজানো হয় আরো দুটি ছোট আকৃতির ছেন্দা বা এলাট্টালম নামক এক জাতীয় বড় মন্দিরা। এই বাদন মধ্যলয়ে আদিতালে শুরু হয় এবং ক্রমশঃ লয় বৃদ্ধি পেতে পেতে অতি দ্রুতলয়ে এই বাদনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই ঐকতান বাদনে কোন সুষির বাদ্য ব্যবহৃত হয়না। প্রথাগত প্রচলিত বাদনরীতি হওয়ার কারণে এই বাদন ছিল সম্পূর্ণ ভাবেই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বর্তমানে মহিলারাও এই বাদনে অংশগ্রহণ করছে। সবিতা কৃষ্ণদাস এবং রোহিত কৃষ্ণদাস দ্বৈতভাবে তায়মপক্ক ঐকতান-বাদনে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন এবং নান্দনিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে, তায়মপক্ক বাদনে একজনই প্রধান বাদক থাকেন। বাকিরা সকলেই সহকারী বাদক।

খ্যাতনামা ছেন্দাবাদকরূপে প্রতিষ্ঠিতরা হলেন মত্তন্নুর শঙ্করণকুট্টি, কল্লুর রমণকুট্টি, পোরুর উন্নিকৃষ্ণণ প্রমুখ।

Comparative Study of Hindustani and Karnatik Ragas

সাদৃশ্য :

১) উভয় শ্রেণীর রাগে ন্যূনতম পাঁচটি স্বর (ঔড়ব) এবং অধিকতম সাতটি স্বর (সম্পূর্ণ) - এর প্রয়োগ ঘটে।
২) উভয় শ্রেণীর রাগেই কোন না কোন ঠাট বা মেলের অন্তর্ভূক্ত।
৩) উভয় শ্রেণীর রাগে আরোহণ ও অবরোহণ নির্দিষ্ট।
৪) উভয় শ্রেণীর রাগের উৎসভূমি হোল লোকসঙ্গীত।
৫) উভয় শ্রেণীর রাগই আলাপযোগ্য।

বৈসাদৃশ্য:

১) হিন্দুস্থানি রাগগুলির নির্দিষ্ট গায়নকাল আছে। কর্ণাটকী রাগে তা নেই।
২) হিন্দুস্থানি রাগগুলির নির্দিষ্ট পকড় আছে। কর্ণাটকী রাগে তা নেই।
৩) হিন্দুস্থানি রাগগুলি একাধিক রাগাঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। কর্ণাটকী রাগে কোন রাগাঙ্গের অস্তিত্ব নেই।
৪) হিন্দুস্থানি রাগগুলি বাদী ও সমবাদী আন্তঃ সম্পর্কের স্বরবৈচিত্রে গঠিত। কর্ণাটকী রাগে বাদী বা সমবাদী স্বরের অস্তিত্ব নেই।
৫) হিন্দুস্থানি রাগগুলিতে অধিকতম বারো-টি স্বর ব্যবহৃত হতে পারে। কর্ণাটকী রাগে অধিকতম ষোলটি স্বর ব্যবহৃত হতে পারে।

Comparative Study of Hindustani and Karnatik Talas

সাদৃশ্য :

১) উভয় শ্রেণীর তালে মাত্রা সংখ্যা নির্দিষ্ট।
২) উভয় শ্রেণীর তাল নির্দিষ্ট সংখ্যক বিভাগ দ্বারা বিভাজিত ।
৩) উভয় শ্রেণীর তালই গান্ধর্ব তাল পদ্ধতির বিবর্তিত রূপ।
৪) উভয় শ্রেণীর তালের বোলে গুরু ও লঘু - উভয় প্রকার বর্ণের প্রয়োগ ঘটে।
৫) উভয় শ্রেণীর তালই সহযোগী সঙ্গতক্রিয়া এবং একক বাদন - উভয় রীতিতেই বাজে।

বৈসাদৃশ্যঃ

১) সচরাচর হিন্দুস্থানী তালের বোল প্রথাগত ও নির্দিষ্ট। কর্ণাটকী তালের ক্ষেত্রে বোল নির্ধারণ করেন সঙ্গতকার বা বাদক স্বয়ং।
২) হিন্দুস্থানী তালের দুর্বলতম মাত্রাকে 'খালি' বলা হয়। কর্ণাটকী তালে 'খালি' বলে কিছু নেই। দুর্বলতম মাত্রাকে 'বিসর্জিতম্' বলা হয়।
৩) হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতিতে গুরু ও লঘু বর্ণ অসংখ্য। যেমন - ধা, ধিন, ণা, তিন, ধে, টে, কৎ ইত্যাদি। কর্ণাটকী তাল পদ্ধতিতে এদের সংখ্যা মাত্র ৬ টি। যথা - তা, কা, দি, মি, কি, টা।
৪) হিন্দুস্থানী তালের সংখ্যা অগণিত। কিন্তু কর্ণাটকী তাল পদ্ধতিতে মূল তাল ৭ টি।
৫) হিন্দুস্থানী তালের অবয়ব নির্দিষ্ট, কেবল লয়ের প্রকারভেদে বৈচিত্র আসে। কর্ণাটকী তালে পরিবর্তনশীল লঘু অঙ্গের সুবাদে তালের অবয়ব পরিবর্তিত হয়ে যায়। লঘুর পাঁচটি মান আছে - ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৯।